



14258 - আল্লাহ তাআলার কাছে আমল কবুলরে শর্তসমূহ

প্রশ্ন

কোন কোন শর্তগুলো কোন মুসলিমি য়ে আমল করে সয়ে আমলকয়ে কবুলযোগ্য আমলে পরণিত করে ংং ফলাফলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন? সহজ জবাব কি ংটা য়ে, ংকজন মুসলিমি কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণরে নয়িত করবয়ে; য়া তাকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত করবয়ে; যদণ্ডি সয়ে ং আমলে ভুল করুক ন়া কনে? ন়াকিতার উপর ংবশ্যক হল তার নয়িত থ়াকা ংং ংর সাথে সহহি সুন্নাহর অনুসরণ করা ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ ।

ইবাদতগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া ংং ব়ান্দা ংর সওয়াবপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষতেরে দুটো শর্ত পরিপূরণ হতে হবয়ে:

প্রথম শর্ত: আল্লাহর জন্য ইখলাস (ংকনষ্টিতা): আল্লাহ তাআলা বলেন: "ংথচ তাদরেকে ংই ংদশেই দেওয়া হ়য়েছিলি য়ে, ংন্য সব (ধর্ম) থকয়ে ব়মিখ হ়য়ে দ্বীনকয়ে আল্লাহর জন্য ংকনষ্টি করে তারা আল্লাহর ইবাদত করবয়ে।" [সূরা ব়াইয়্যনো, ংয়াত: ৫] ইখলাস (ংকনষ্টিতা) ম়ানে: ব়ান্দার ব়াহ্যকি ং ংভ্যন্তরীন সকল বচন ং কৰ্মরে উদ্দেশ্য হবয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ংবষণ । আল্লাহ তাআলা বলেন: "তার কাছে কারো ংমন কোন ংনুগ্রহ থ়াকে ন়া, য়ার প্রতদিন দতি হবয়ে (ংরথাং সয়ে কারো কাছ থকয়ে ং রকম কোন ংনুগ্রহ পতে চ়য় ন়া), সয়ে শুধু তার সুউচ্চ প্রভুর সন্তুষ্টি ংবষণ করে।" [সূরা ল়াইল, ংয়াত: ১৯-২০]

তনি ংর ং বলেন: "ংমরা কবেল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তয়েমাদরেকে খ়াওয়াই । ংমরা তয়েমাদরে কাছ থকয়ে কোন প্রতদিন ব়া কৃতজ্ঞতা চ়ই ন়া।" [সূরা ইনস়ান, ংয়াত: ৯]

আল্লাহ তাআলা ংর ং বলেন: "যে ব়্যক্তি পরকালে ফসল (পুরস্কার) চ়য় তার জন্য ংমি তার ফসল ব়াড়িয়ে দেই । ংর য়ে ইহকালে ফসল চ়য় তাকে ংমি থকয়ে (কিছু) দিয়ে দেই । পরকালে তার কোন ংংশ থ়াকবয়ে ন়া।" [সূরা শূরা, ংয়াত: ২০]

তনি ংর ং বলেন: "য়ারা দুনিয়ার জীবন ং চ়াকচকিয় চ়য় ংমি তাদরেকে সখেনে তাদরে কাজরে পুরোপুরি ফল দিয়ে থ়াকি, সখেনে তাদরেকে (কোন কিছু) কম দেওয়া হবয়ে ন়া । ংদরে জন্য পরকালে জ়াহননাম ছ়াড়া ংর কিছু ন়াই । ংখানে তারা য়া কিছু করছে তে ন়যিফল হ়য়েছে ংং তারা য়সেব কাজ করত তে ব়াতলি [সূরা হুদ, ংয়াত: ১৫-৬]



উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে তিনি বলেন: "আমলসমূহের শুদ্ধাশুদ্ধি কবেল নয়তরে উপরই নির্ভর করে। পরত্যকে ব্যক্তি যা নয়ত করে সটোই তার প্রাপ্য। অতএব, যার হজিরত হবে দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কথিবা কোন নারীকে বয়ি করার উদ্দেশ্যে তাহলে সে যে উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে উদ্দেশ্যেই তার হজিরত পরগণতি হবে [সহি বুখারী; ওহীর সূচনা/১)]

সহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমি শরিককারীদের শরিক (অংশ) থেকে সর্বাধিক অমুখাপকেষী। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যে আমলে সে আমার সাথে অন্যকওে অংশীদার করে আমি সেই ব্যক্তিকে ও সেই ব্যক্তির আমল পরত্যাখ্যান করি।" [সহি মুসলমি, (আয-যুহদ ওয়ার রাকায়কে/৫৩০০)]

দ্বিতীয় শরত: আল্লাহ শুধুমাত্র যে শরিয়ত অনুসরণেরে নির্দেশে দিয়েছেন আমলটি সেই শরিয়ত মোতাবেকে হওয়া। আর তা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অনুশাসনগুলো নিয়ে এসেছেন সেগুলোর অনুসরণ করা। হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের নির্দেশনা (শরিয়ত) নই সটো পরত্যাখ্যাত।" [সহি মুসলমি (আল-আক্বযিয়াহ/ ৩২৪৩)]

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: "এ হাদিসটি ইসলামেরে একটি সুমহান মূলনীতি। এটি আমলেরে বহিঃরূপেরে মানদণ্ড; যমেনভাবে "সকল আমলেরে শুদ্ধাশুদ্ধি নয়তরে উপর নির্ভরশীল" হাদিসটি আমলগুলোর আন্তঃরূপেরে মানদণ্ড। যে সকল আমলেরে মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয় না সে সব আমলেরে জন্য আমলকারী যমেন সওয়াব পাবে না; ঠকি তমেনি পরত্যকে যে আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে নির্দেশনা মোতাবেকে সম্পাদতি হবে না সটোও আমলকারীর উপর পরত্যাখ্যাত হবে। আর পরত্যকে যে ব্যক্তি দ্বীনরে মধ্যে এমন কোন কিছু চালু করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করার অনুমতি দেননি সটো ধর্মীয় কিছু নয়।" [জামউল উলুমি ওয়াল হকিাম (খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্যাহ ও আদর্শ অনুসরণ করার এবং এ দুটোকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: "তোমাদের উপর আবশ্যিক আমার সুন্যাহ অনুসরণ করা এবং আমার পরে সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়েরে রাশদীনরে সুন্যাহ অনুসরণ করা। তোমরা এটাকে মাড়রি দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর।" তিনি বিদাত থেকে সাবধান করে বলছেন: "তোমরা নব চালুকৃত বযিয়াবলী থেকে বঁচে থাক। কোননা পরত্যকে বিদাত পথভ্রষ্টতা।" [সুনানে তরিমযি (আল-ইলম/২৬০০), আলবানী 'সহি সুনানে তরিমযি' গ্রন্থে (২১৫৭) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলছেন:

আল্লাহ তাআলা ইখলাস ও অনুসরণকে আমল কবুলরে দুটো হতে হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যদি কোন একটি হতে না পাওয়া যায় তাহলে সে আমল কবুল হবে না। [আর-রূহ (১/১৩৫)]



আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "ধনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমাদের মধ্যে কে আমলে ভাল।" ফুয়াইল (রহঃ) বলেন: আমলে ভাল অর্থাৎ আমলটি অধিকতর ইখলাসপূর্ণ ও অধিকতর শুদ্ধ। আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।